بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯শে জুলাই, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল পৃথিবীর অবস্থা খুব দ্রুত অধঃপতিত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর কারণ হচ্ছে মুসলমানদের কিছু গোষ্ঠি বা দল। মুসলমান দেশ সমূহের রাষ্ট্রপ্রধান বা হর্তাকর্তারা এটি বোঝে না যে, ইসলামবিরোধী অপশক্তিগুলো তাদেরকে পরিবেষ্টনের চেষ্টা করছে। ইসলাম এবং জিহাদের নামে যে যুলুম এবং অন্যায় ও অত্যাচার করা হচ্ছে, ইসলামী শিক্ষার সাথে এসবের দূরতম সম্পর্কও নেই। অনুরূপভাবে যেসব সরকার নিজেদের লোকদের ওপর যুলুম করছে তাদেরও ইসলামী শিক্ষার সাথে দূরতম কোন সম্পর্ক নেই, তারাও ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী কাজ করছে। ইসলামে কোথায় লেখা আছে যে, নিরীহ লোকদেরকে হত্যা কর? আর ইসলামের নামে এরা কেবল অমুসলিমদেরই হত্যা করছে না, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি মুসলমানদের গণহত্যা করা হচ্ছে। নিরীহ মানুষ, ছোট, বড়, বৃদ্ধ, যুবা, পুরুষ, নারী সবাই এর শিকারে পরিণত হচ্ছে। মুসলমান দেশগুলোর শক্তি ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। আর ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলো এটিই চায় যে, মুসলমান রাষ্ট্রগুলো যেন কখনও শক্তিশালী না হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে বা শান্তি ও নিরাপত্তার দিক থেকে ইসলামী সমাজ যেন দৃঢ়তা লাভ করতে না পারে। মুসলমান রাষ্ট্র সমূহের কর্ণধার এবং তাদের লালিত পালিত আলেমরা ইসলামী শিক্ষাকে বোঝে না আর বোঝার চেষ্টাও করে না। আল্লাহ্তা'লা কর্তৃক প্রেরীত যুগের ইমাম এবং হিদায়াতদাতার কথা শুনার জন্য তারা প্রস্তুত নয়, যাকে স্বয়ং খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই যুগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাঠিয়েছেন। এর ফলশ্রুতিতে যা ঘটছে আর আমরা যা দেখছি তা আমি পূর্বেই বলেছি। ইসলাম, যা শান্তি এবং সুবিচারের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে মহান পতাকাবাহী, যা মুসলিম সরকারকেও এই কথা বলে যে, শান্তি এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামী সরকারের বা মুসলমান সরকারের সবচেয়ে মহান দায়িত্ব, তারা এই শান্তি এবং সুবিচারকে মারাত্মকভাবে পদদলিত করছে। আজকাল সকল মুসলমান দেশে যেসব ফিতনা এবং নৈরাজ্য বিরাজ করছে আর স্বার্থপররা সেটিকে যেভাবে কাজে লাগাচ্ছে এর কারণ হলো সরকার জনসাধারণের কল্যাণ এবং মঙ্গলার্থে কাজ করার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থকে অগ্রগণ্য করে। আজ এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করছে। রাষ্ট্রপ্রধানদের মাঝে সহ্য এবং ধৈর্য্যের বৈশিষ্ট্য নেই। সম্প্রতি তুর্কিতে যে বিদ্রোহ হয়েছে, নিঃসন্দেহে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে এই বিদ্রোহ কোনভাবেই বৈধ বা যুক্তিযুক্ত নয়, এর কোন বৈধতা নেই, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে বা নিচ্ছে তাও পৈশাচিক। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা-ই সরকারের বিরোধী তারা সেই বিদ্রোহে কোন ভূমিকা না রাখলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। অথচ এরা জানে বা এদের অতীতের অভিজ্ঞতা আছে যে, এর ফলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। সত্বর হোক বা বিলম্বে হোক যুলুম এবং অন্যায় যদি অব্যাহত থাকে তাহলে প্রতিক্রিয়া অবশ্যই প্রকাশ পায়। আর এই প্রতিক্রিয়াকেই ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো কাজে লাগায় এবং সেই সুযোগ তারা লুফে নেয়। পরাশক্তিগুলো অস্ত্র বিক্রি করে আর উভয় পক্ষের প্রতি সহানুভূতি

প্রকাশ করে। ইরাক, লিবিয়া এবং সিরিয়াতে এসব কিছু দেখা সত্ত্বেও মুসলমান সরকারগুলো তা বোঝে না। যদি কুরআনের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা বা প্রণিধান না করা হয়, যদি মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন না করা হয় তবুও যুক্তির দাবি হলো বুঝে শুনে পদক্ষেপ নেয়া। এটি দেখুন যে, মুসলমানদের মতভেদ বা তাদের দেশে যে অশান্তি এবং উৎকণ্ঠা আর ব্যকুলতা রয়েছে এটি কে কে ব্যবহার করছে বা এর ফলে কার লাভ হচ্ছে। কিন্তু এরা বোঝে না। সুতরাং এসব মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর জন্য এই দিনগুলোতে অনেক বেশি দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে বিবেক বুদ্ধি দান করুন।

এছাড়া সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো পাশ্চাত্যে নিরীহ লোকদের হত্যা করার এক পাশবিক এবং নিষ্ঠুর কার্যক্রম হাতে নিয়ে ইসলামকে চরমভাবে দুর্নাম করার এক ধারার সূচনা করেছে। এটি অসম্ভব নয় যে, ইসলামকে দুর্নাম করার জন্য হয়তো ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলোই অমুসলিম বিশ্বে এদের দ্বারা এমন কাজ করাচ্ছে যার ফলে ইসলামও বদনাম হবে আর এরাও সাহায্যের নামে এবং পৃথিবীকে সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষার নামে এসব দেশে নিজেদের ঘাটি প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করবে।

যদি সঠিক ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তাহলে তাদের জানা উচিত, এটি কোন ইসলামী শিক্ষা নয় যে, নিরীহ লোকদের এভাবে হত্যা কর বা খুন কর, এয়ারপোর্ট এবং স্টেশন সমূহে মুসাফির আর শিশু ও মহিলা এবং বৃদ্ধ ও অসুস্থ্যদের হত্যা কর, গির্জায় গিয়ে সাধারণ মানুষ এবং পাদ্রিদের হত্যা কর। মহানবী (সা.) তো যুদ্ধে যে সেনাবাহিনী পাঠাতেন তাদেরকেও এই দিক-নির্দেশনা দিতেন যে, শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী এবং পাদ্রীদেরকে হত্যা করবে না। বেসামরিক কোন মানুষকে হত্যা করবে না বা যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয় না কোনভাবেই তাদের ক্ষতি করবে না, হত্যা করা তো দূরের কথা। সুতরাং এটি কুরআনেরও শিক্ষা নয় আর মহানবী (সা.)-এরও শিক্ষা নয় এবং তিনি (সা.) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন আর সাহাবা রিজওয়ানুল্লাহ্ আলায়হিম, কারও আমল বা কর্ম থেকে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম রেখেছেন, আর এই নামই সন্ত্রাস, বলপ্রয়োগ এবং সহিংসতাকে তীব্রভাবে ধিক্কার জানায় এবং শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা দেয়। ইসলামের অর্থই হলো শান্তিতে বসবাস করা এবং অন্যের শান্তির বিধান বা ব্যবস্থা করা।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন, وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ (সূরা ইউনূস ১০:২৬) আর আল্লাহ্ তা'লা শান্তি এবং নিরাপত্তা নিবাসের প্রতি আহ্বান জানান। একজন প্রকৃত মুসলমান, যে নামায পড়ে সে খোদার দয়া, করুণা এবং কৃপার ভিক্ষা চায়। কিন্তু যারা যালেম এবং অত্যাচারী তারা কুরআন মানেও না, কুরআনের ওপর প্রতিষ্ঠিতও নয় আর নামাযও পড়ে না। তারা এক নতুন ধর্ম এবং নতুন শরীয়ত উদ্ভাবন করেছে। যাহোক একজন প্রকৃত মুসলমান যখন এটি চায় অর্থাৎ নিরাপত্তা চায় এবং নামায পড়ে তখন সে দুষ্কৃতি, অহংকার এবং অনাচার ও কদাচার আর পাপাচারিতা থেকে মুক্ত থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নামায মানুষকে অপছন্দনীয় বিষয়াদি এবং পাপাচার থেকে বিরত রাখে। এরপর ইসলাম বলে যে, সালামের প্রচলন কর আর শান্তির প্রচার ও প্রসার কর। সালাম বলা বা সালাম দেয়া শুধু মুসলমানদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতে বলা হয়নি। যদিও আজকাল পাকিস্তানের দেশীয় আইন আলেমদের প্রভাবাধীন হওয়ার কারণে এটিকেও তারা কুক্ষিগত করেছে বা মনোপোলাইয করেছে যে, মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ সালাম বলতে পারবে না, আর আহমদীরা তো সালাম করার কোন

অধিকারই রাখে না। মহানবী (সা.)-এর যুগে সবাইকে সালাম করা হতো বা সালাম দেয়া হতো। বিনা ব্যতিক্রমে সবাইকে সালাম করা হতো। ইসলামের এই যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমি বললাম, তা শান্তির সাথে সম্পর্ক রাখে বা শান্তি প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে। আমি খুব সংক্ষেপে এগুলো তুলে ধরেছি। এর বিস্তারিত আলোচনায় যদি যান তাহলে যে কোন নির্দেশকেই নিন না কেন, ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা এবং মিমাংসার ধর্ম, সন্ত্রাসের ধর্ম নয়। পৃথিবীর মন যদি জয় করতে হয়, ইসলামকে যদি পৃথিবীতে প্রচার ও প্রসার আর বিস্তার করতে হয় তাহলে তা কেবল ইসলামের আকর্ষনীয় শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। সহিংসতা, কট্টরপন্থা, উগ্রতা এবং আলেমদের নিজেদের বানানো শিক্ষার মাধ্যমে তা কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু এই পথ কেবল তিনিই দেখাতে পারেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই যুগের ইমাম নিযুক্ত করেছেন। সুবিচার তিনিই প্রতিষ্ঠা করতে পারেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায় বিচারক এবং হাকাম ও আদাল হিসেবে পাঠিয়েছেন। ইসলামের সুন্দর শিক্ষা তিনিই প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন। আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান যে, আমরা যুগ ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ আর যুগ মাহদীকে মেনেছি। পৃথিবীতে যে যুলুম হচ্ছে আমরা সেই যুলুমের ঊর্ধ্বে বা বাইরে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, ইসলাম স্বীয় শিক্ষাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে, প্রধানত আল্লাহ্‌র অধিকার বা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। আর দ্বিতীয়ত বান্দাদের প্রাপ্য বা বান্দাদের অধিকার। আল্লাহ্‌র অধিকার হলো তাঁর ইতায়াত বা আনুগত্যকে আবশ্যক জ্ঞান করা। আর বান্দার অধিকার বলতে বুঝায় আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিরোধের কারণে কাউকে কষ্ট দেয়ার রীতি মোটেই ভালো নয়। সহানুভূতি এবং সুন্দর সামাজিক জীবন যাপন করা এক বিষয় আর ধর্মীয় বিরোধিতা ভিন্ন বিষয়। মুসলমানদের সেই শ্রেণী যারা জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্তিতে নিপতিত তারা কাফিরদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা বৈধ জ্ঞান করে বরং তারা আমার সম্পর্কেও ফতোয়া দিয়ে রেখেছে যে, এর ধন-সম্পদ লুটপাট কর। অ-আহমদী আলেমদের এই ফতোয়া জামাতের বিরুদ্ধে আজও বলবত রয়েছে। এরা ফতোয়া দিয়ে রেখেছে যে এদের ধন-সম্পদ অর্থাৎ আহমদীদের এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধন-সম্পদ লুটে নাও, বরং তাদের স্ত্রীদেরকে বের করে নিয়ে যাও। অথচ ইসলামে কখনও এমন নোংরা শিক্ষা দেয়া হয়নি। এটি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ এক ধর্ম। অথবা আমরা এভাবে বলতে পারি যে, যেভাবে পিতা তার পিতৃত্বে কোন অংশীদারিত্ব পছন্দ করেন না এবং চান যে, তার সন্তানরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসে, আর এটি চান না যে, তারা পরস্পরকে হত্যা করবে, অনুরূপভাবে ইসলামও যেখানে এটি চায় যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা হবে না, সেখানে ইসলাম এটিও চায় যে, মানব জাতির মাঝে যেন পারস্পরিক প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা এবং ঐক্য বজায় থাকে।

সুতরাং এটি হলো সেই শিক্ষা যা অবলম্বন করে মুসলমানরা বিশ্বে ইসলামের মাহাত্ম্য এবং প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অর্থাৎ তারা খোদার অধিকারও প্রদান করবে এবং পারস্পরিক প্রাপ্যও দেবে আর ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে থেকে মানব জাতির মাঝে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করবে। অন্যায়ের ভিত্তিতে যুলুম করে নিরীহ লোকদের হত্যার পরিবর্তে ইসলামের শান্তি ও নিরাপত্তার তরবারির মাধ্যমে মন জয় করে খোদা এবং রসূলের চরণে মানুষকে উপস্থিত করুন। আত্মঘাতি হামলা করে বা যুলুম ও অন্যায় করে খোদাকে অসন্তুষ্ট করার পরিবর্তে তাঁর স্নেহ, ভালোবাসা আর

নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করুন। ইসলামের ক্রোড় এবং কোলকে পিতৃস্নেহ এবং রহমতের ছায়া স্বরূপ করুন। নিজেদের অন্যায় কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইসলামের ওপর আপত্তিকারী এবং হামলাকারীদের আর সুযোগ দেবেন না। যদি এরা বিরত না হয় তাহলে স্মরণ রাখবেন যে, জাগতিক উপায় উপকরণ আর হামলা ও আক্রমনের মাধ্যমে তারা কখনও পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার এবং প্রসার করতে পারবে না। আর আহমদীদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রতিটি হামলা এবং আক্রমন যা এই বিভ্রান্ত শ্রেণী ইসলামের নামে করছে তা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নিজেদের দায়িত্ব পালনের প্রতি আমাদের মনোযোগী করা উচিত। প্রতিটি এমন কর্ম যার মাধ্যমে ইসলাম দুর্নাম হয় বা ইসলামের বদনাম হয় এরপর আমাদের পৃথিবী বাসীকে জানাতে হবে যে, আমার ধর্মের ভিত্তি হলো শান্তি এবং সৌহার্দ্য আর নিরাপত্তার ওপর। আমাদের প্রত্যেককে এই কথা বলতে হবে। যদি ইসলামের অনুসারীদের কেউ এমন করে যা শান্তি এবং নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে বা ধ্বংস করে তাহলে তা সেই ব্যক্তি বা সেই গোষ্ঠির ব্যক্তিগত এবং স্বার্থপরতামূলক আচরণ হবে। ইসলামী শিক্ষার সাথে এর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে অবৈধ কাজ। এর দায়-দায়িত্ব সেই সকল লোকদের ওপরই বর্তায় যারা এমন অপকর্ম করে। ইসলামী শিক্ষার ওপর তা বর্তাতে পারে না। এটি খোদার পরম কৃপা এবং অনুগ্রহ যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত পৃথিবীর সকল দেশে এই কাজের জন্য চেষ্টা করে চলেছে। আর এখন খোদার কৃপায় প্রচার মাধ্যমের সুবাদে এর ভালো বা ইতিবাচক প্রভাবও পড়ছে। তাদের কলাম লেখকরা নিজেরাই লেখে, আর ফ্রান্সে নির্দয়ভাবে যে পাদ্রীকে হত্যা করা হয়েছে তার পরপরই এক কলাম লেখক লিখেছে যে, এই যে কাজ, এটি এই কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, পৃথিবীতে ধর্মীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই কলাম লেখক নিজেই লিখেছেন যে, কিন্তু সত্য এটি নয় বা এমন নয়। এটি ধর্মের ছদ্মাবরণে স্বার্থপর শ্রেণী এবং মনস্তাত্ত্বিক রোগীদের যুদ্ধ। পোপ সাহেবও খুব ভালো বিবৃতি দিয়েছেন যে, নিঃসন্দেহে এটি এক আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছে কিন্তু এটি কোন ধর্মীয় যুদ্ধ নয় বরং এটি স্বার্থের দ্বন্দ। সেসকল লোকদের যুদ্ধ যাদের স্বার্থ রয়েছে এর পেছনে। কেননা কোন ধর্ম অন্যায় এবং যুলুমের শিক্ষা দেয় না। এখন পর্যন্ত অমুসলিমরা নিজেরাই নিজেদের লোকদের বোঝাচ্ছে বা নিয়ন্ত্রণ করছে কিন্তু এই যুলুম এবং নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে যাবে তখন মানুষ প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করবে। তাই আমাদের দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে যেন আমরা ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করি।

যাহোক একদিকে এই হলো চিত্র কিন্তু অপর দিকে এমন শ্রেণীও রয়েছে যাদের কাছে আমাদের সঠিক বাণী এবং শিক্ষা পৌঁছানো হয়েছে। কিন্তু তারা এর উল্টো অর্থ করার চেষ্টা করে বা নেতিবাচক ও নেগেটিভ অর্থ করার চেষ্টা করে। একজন আমাকে লিখেছেন যে, এক ব্যক্তি, যে সম্ভবত মুর্তাদ হয়ে গেছে বা ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে, আমার বরাতে একটি টুইট করেছে আর আমার ছবিও হয়তো তাতে দিয়েছে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম আর রসূলে করীম (সা.) যুলুম এবং বর্বর আচরণ করতে বারণ করেছেন। কিন্তু এরপর সে নিজের পক্ষ থেকে তীর্যক এবং হাস্যকর পন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে লিখেছে যে, এই নির্দেশ মহিলাদের জন্য নয়, যারা ইসলাম ছেড়ে দেয় বা মুর্তাদ হয়ে যায় তাদের জন্য নয়, অমুক কাজের জন্য নয় আর অমুক কাজের জন্য নয়। অতএব এমন মানুষও আছে, যখন এরা দেখে যে, ইসলামের শান্তি প্রিয়তার যে চিত্র জামাতে আহমদীয়া তুলে ধরে এর মাধ্যমে মানুষের ওপর প্রভাব পড়ছে, তখন এরা সেই প্রভাবকে নষ্ট করার চেষ্টা করে। আজকাল যে

বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া রয়েছে, টুইটার, ফেইসবুক ও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে যা প্রচার করা হয়, এতে লক্ষ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত তা পৌঁছে যায়। তো এমন লোকদের ওপর দৃষ্টি রাখাও আমাদের জন্য আবশ্যক, আর তাদের উত্তর দেয়া বা তাদের খন্ডন করাও আমাদের দায়িত্ব।

অতএব পৃথিবীর মানুষের কাছে ইসলামের সত্যিকার বাণী পৌঁছানোর প্রেক্ষাপটে এখনও আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। যদিও জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে পৃথিবী ইসলাম সম্পর্কে অনেকটা জেনে গেছে কিন্তু এখনও আমরা এটি বলতে পারি না যে, আমরা যথেষ্ট কাজ করে ফেলেছি। বিরোধিতার এই যুগে, যখন অমুসলিমদের পক্ষ থেকে ইসলামেরও বিরোধিতা হচ্ছে আর মুসলমানদের পক্ষ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতেরও বিরোধিতা হচ্ছে, এতে আমাদেরকে পরম প্রজ্ঞা এবং শ্রমের ভিত্তিতে কার্যসাধন করতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামই হলো সেই ধর্ম যা পৃথিবীতে অবশ্যই বিস্তার লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং পুনর্বাসন এখন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমেই হচ্ছে এবং হবে। খোদা তা'লা এটিই নির্ধারণ করে রেখেছেন। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করা উচিত আর একই সাথে এই দোয়াও করা উচিত যে, এই উন্নতির দৃশ্য যেন আমরা আমাদের জীবনকালেই দেখতে পাই আর আমাদের দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি যেন এই উন্নতিকে দূরে ঠেলে না দেয়। সুতরাং নিজেদের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখা এবং খোদার কৃপারাজিকে আকর্ষনের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে অনেক পরিশ্রম এবং দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমি যেভাবে বলেছি, ইসলাম বিরোধী পাপাশক্তিগুলো আমাদের বিরোধী। আর নামধারী আলেমদের অন্ধ অনুকরণকারী মুসলমানরাও আমাদের বিরোধিতা করছে। কিন্তু প্রতিটি ভয় ও ভীতিকে পরাজিত করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনের পরিপূর্ণতার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন স্থানে জার্নালিস্ট বা সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে থাকে, ইউরোপেও আমাকে এই প্রশ্ন করা হয়েছে, সুইডেনের সাম্প্রতিক সফরে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছেন যে, চরমপন্থী দলগুলো তোমাদের বিরোধিতা করে থাকে আর তোমাদের প্রাণ হুমকির মুখে, তোমরা কিভাবে কাজ করবে? আমি বললাম, সঠিক বলেছেন, আমার আশঙ্কা রয়েছে আর জামাতের সদস্যরাও হুমকির সম্মুখীন কিন্তু এই হুমকি আমাদেরকে আমাদের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আশঙ্কা এবং বিপদ সবারই রয়েছে এবং সর্বত্র রয়েছে। আমি যেভাবে বলেছি তোমরাও হুমকির সম্মুখীন, এখানে আহমদী বা অমুসলিমের প্রশ্ন নয়। স্বার্থপর মানুষের এজেন্ডা যারা মেনে চলে না বা অনুসরণ করে না বা তাদের কথায় যারা সায় দেয় না তাদের জীবন নিঃসন্দেহে হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু একই সাথে তারাও আহমদীদের বিরোধী যারা উগ্র জাতীয়তাবাদী বা যারা ইসলাম বিরোধী। তাই আমরা তো উভয় পক্ষ থেকে হুমকির মুখোমুখি। কিন্তু যাহোক এক মু'মিন এসব বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে আর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদী ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

পৃথিবীর বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য এবং সকল আহমদীর প্রতিটি অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য আর জামাতের সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর সর্বত্র দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের দোয়া এবং সদকার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে এ দিকে দৃষ্টি থাকা চাই। আমি যেভাবে পূর্বেই বলেছি যে, পরিস্থিতি ক্রমশঃ অবনতিমুখর, আল্লাহ্ তা'লা দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি তাদের মুখেই ছুড়ে মারুন যারা ইসলামকে দুর্নাম করছে। ইসলামের

নামে যুলুম ও নির্যাতনের আশ্রয় নিয়ে খোদার ধর্মকে যারা বদনাম করছে বা দুর্নাম করছে আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই তাদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন আর সকল সমস্যা এবং বিপদাপদকে তিনি দূরীভূত করুন। রসূলে করীম (সা.) দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে একবার বলেছেন যে, দোয়ার দ্বার যার জন্য খোলা হয়েছে তার জন্য যেন রহমতের দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে। আর খোদার কাছে যা কিছু যাচনা করা হয় তার মাঝে খোদার দৃষ্টিতে সবচেয়ে পছন্দনীয় হলো তাঁর কাছে নিরাপত্তার ভিক্ষা চাওয়া, তাঁর নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আসার জন্য দোয়া করা। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, সেই পরীক্ষা যা এসে গেছে আর সেই পরীক্ষা যা এখনও আসেনি দোয়া এই উভয়ের মোকাবেলায় কাজে আসে বা কাজে দেয়। অতএব হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, দোয়ার রীতি অনুসরণ ও অবলম্বন করা তোমাদের জন্য অবধারিত। আরেকবার তিনি বলেন, খোদার কাছে বা খোদার দৃষ্টিতে দোয়ার চেয়ে বেশি সম্মানিত আর কিছু নেই। এরপর মহানবী (সা.) সদকা খয়রাত বা আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে বলেন যে, পরীক্ষা এবং অগ্নি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সদকা খয়রাত কর। বরং তিনি (সা.) এটিও বলেছেন যে, সদকা খয়রাত করা বা আর্থিক কুরবানী করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। সাহাবীদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয় যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যার কাছে কিছুই নেই সে কি করবে। তিনি বলেন, তার উচিত হবে নেক আদেশ-নিষেধ এবং ইসলামী শিক্ষা মেনে চলা, নেকী এবং পুণ্যের শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করা আর পাপ থেকে বিরত থাকা, এগুলোই তার জন্য সদকা। কিন্তু এর অর্থ মোটেও এটি নয় যে, যে ব্যক্তি আর্থিক কুরবানী বা সদকা করে তার নেক কথা না মানলেও চলবে বা মন্দ কাজ থেকে সে যদি বিরত না থাকে তাহলে কি যায় আসে কেননা সে সদকা করেছে। না, কখনও নয়, এটি তো খোদার পক্ষ থেকে নিজের বান্দাদের প্রতি করুনা দৃষ্টি মাত্র যে, কারো যদি কোন উপায় না থাকে, কেউ যদি নিরুপায় হয়, আর্থিক স্বচ্ছলতা বা সঙ্গতি না থাকে তাহলে নেক কাজ করা আর মন্দ বিষয় থেকে বিরত থাকাই তার জন্য সদকা বলে গণ্য হয়। নতুবা কেউ যদি নেক কাজ না করে আর মন্দ কাজ থেকে বিরত না থাকে তাহলে তার আর্থিক কুরবানী বা আর্থিক সদকাও কোন কাজের নয়। যেভাবে লোক দেখানো নামায কোন গুরুত্ব রাখে না আর এরূপ নামাযীদের মুখেই তা ছুড়ে মারা হয় একইভাবে এমন সদকারও কোন গুরুত্ব থাকে না বা গুরুত্ব নেই। একজন মু'মিনের কাছে এটিই আশা করা হয় যে, সে যখন সদকা করে, দোয়া করে, তার প্রতিটি কাজকেও সে খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত করার চেষ্টা করবে। এই অবস্থা যখন হয় তখনই তা খোদার কৃপা বা অনুগ্রহরাজি আকর্ষণের কারণ হয় আর বিপদ-আপদ এবং সমস্যা থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেন যে, দোয়া এবং সদকার মাধ্যমেই বিপদ-আপদ দূরীভূত হয়। এরপর দোয়া গৃহীত হওয়ার অবস্থা কেমন হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে তিনি বলেন, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য একটি আবশ্যকীয় বিষয় হলো মানুষের নিজের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করা। যদি পাপ থেকে বিরত থাকতে না পারে, খোদার নির্ধারিত সীমাকে যদি সে লঙ্ঘন করে তাহলে দোয়ায় কোন কার্যকারিতা বাকী থাকে না।

সুতরাং আমাদের খোদার নির্ধারিত সীমা পরিসীমার মাঝে থেকে দোয়া এবং আর্থিক কুরবানী করা আর সদকার ওপর জোর দেয়ার অধিক চেষ্টা করতে হবে, তবেই আমরা ক্রমাগতভাবে খোদার কৃপাভাজন হতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার দোয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, আমি সব সময় দোয়া করি কিন্তু তোমাদেরও সর্বদা দোয়ায় রত থাকা

উচিত। নামায পড় আর তওবা করতে থাক। যদি এমনটি হয় তাহলে খোদা তা'লা নিজেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। পুরো ঘরে এক ব্যক্তিও যদি এমন থাকে তাহলে তার কল্যাণে খোদা তা'লা অন্যদেরও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। যাদের বিশেষ ঈমান থাকে খোদা তাদের প্রতি স্নেহের সাথে দৃষ্টি দেন এবং তিনি নিজেই তাদের হিফাযত করেন। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কখনও কোন সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবানের প্রতি অবিশ্বস্ত হন না। সারা পৃথিবীও যদি তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তবুও তারা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা মহা শক্তির আধার। মানুষ ঈমানের শক্তিবলে তাঁর নিরাপত্তার ছায়ায় স্থান পায়, তাঁর শক্তি এবং ক্ষমতার বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ দেখে এবং কোন লাঞ্ছনা তখন আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। স্মরণ রেখ, খোদা তা'লা সবচেয়ে শক্তিশালীর চেয়েও বেশি শক্তিশালী বরং তিনি যা করতে চান তা করার পুরো ক্ষমতা রাখেন। আন্তরিকভাবে নামায পড়, দোয়ায় নিয়োজিত থাক আর নিজের সকল আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের এই শিক্ষাই দাও। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে খোদামুখী হয়ে যায় তার কখনও কোন ক্ষতি হয় না। ক্ষতির মূল হলো পাপ।

সুতরাং আমাদের বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার সামনে বিনত হওয়া এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, যেন তিনি সকল বিপদাপদ এবং সমস্যাকে দুরীভূত করেন আর শত্রুদের ব্যর্থ করেন। জামাতের বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রতিটি ষড়যন্ত্র এবং আক্রমণকে আল্লাহ্ তা'লা ব্যর্থ করুন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও আমাদের কিছু দোয়া শিখিছেন যা আমাদের পাঠ করা উচিত এবং বুঝে শুনে পাঠ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআনে বিদ্ধৃত বিভিন্ন দোয়া সম্পর্কে আমাদেরকে পথের দিশা দিয়েছেন আর এই গূঢ় কথা শিখিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে যেই সমস্ত দোয়া শিখিয়েছেন তা এই উদ্দেশ্যেই শিখিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশুদ্ধ চিত্তে এই দোয়াগুলো করে তাহলে খোদা তা'লা তা গ্রহণ করবেন। সুতরাং বিপদাপদ দুরীভূত হওয়া এবং অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য এই কুরআনী দোয়া সমূহের ওপর আমাদের জোর দেয়া উচিত। কুরআন করীম আমাদেরকে একটি দোয়া শিখিয়েছে যা সচরাচর আমরা নামাযেও পাঠ করে থাকি। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এটি বেশি বেশি পড়ার প্রতি গভীরভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। সেই দোয়া হলো,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আল্-বাকারা: ২০২) অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে ইহজাগতিক কল্যাণেও ভূষিত কর এবং পারলৌকিক কল্যাণেও ভূষিত কর আর আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষ ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দু'টো বিষয়ের মুখাপেক্ষি। একটি হলো ইহজাগতিক সংক্ষিপ্ত জীবন এবং এতে যে সমস্ত সমস্যা, বিপদাপদ ও পরীক্ষার সে সম্মুখীন হয় তা থেকে নিরাপদ থাকা। আর দ্বিতীয় হলো অনাচার, কদাচার, পাপাচারিতা এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধি যা তাকে খোদা থেকে দূরে ঠেলে দেয়, সেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া। ইহজাগতিক কল্যাণ হলো দৈহিক হোক বা আধ্যাত্মিক, সকল প্রকার বিপদ-আপদ, নোংরা জীবন এবং লাঞ্ছনা থেকে সে যেন মুক্ত থাকে। وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً-র অন্তর্গত পারলৌকিক ফল এবং কল্যাণরাজিও ইহজাগতিক নেকী এবং পুণ্যেরই ফল। মানুষের যদি জাগতিক কল্যাণরাজি লাভ হয় তাহলে তা পরলোকের জন্য একটা ভাল লক্ষণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। আর আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করার যে বিষয়টি রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি

শুধু সেই অগ্নিই নয় যা কিয়ামত দিবসে হবে। এই পৃথিবীতেও সহস্র সহস্র প্রকার অগ্নি রয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রকার দুশ্চিন্তা, ভয়ভীতি, আত্মীয়-স্বজনের সাথে লেন-দেন, রোগ-ব্যাধি এইসব বিষয় এর অন্তর্গত। মু'মিন দোয়া করে যে, সকল প্রকার অগ্নি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। এরপর রয়েছে, অবিচলতা এবং দৃঢ়চিত্ততার জন্য দোয়া। অনেক সময় পরিস্থিতি অবনতি মুখর হয়, পরীক্ষা আসে, মানুষ অবিচল থাকতে পারে না। তাই আমাদেরকে অবিচলতার দোয়া শিখানো হয়েছে, শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভের দোয়া শিখানো হয়েছে, আর সেই দোয়া হলো-

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমাদের দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও আমাদের কার্যকলাপে সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কর, আমাদের অবিচল কর, দৃঢ়চিত্ত কর আর কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন,

জানা কথা যে, খোদা তা'লা যদি পাপ ক্ষমা না করতেন বা ক্ষমাকারী না হতেন তাহলে এমন দোয়া তিনি আদৌ শিখাতেন না। পুনরায় কুরআনে আরেকটি দোয়া রয়েছে যে, رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (সূরা আল্-কাসাস: ২৫)

অর্থাৎ হে খোদা! তোমার কল্যাণরাজি হতে যা কিছু আমার প্রতি অবতীর্ণ কর নিশ্চয় আমি তার ভিখারী। এই দোয়াও আমাদের করা উচিত। কুরআনে এমন আরো অনেক দোয়া রয়েছে যা খোদার কৃপাবারী আকর্ষণের জন্য আমাদের সব সময় পড়া উচিত। আমি যেভাবে বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, খোদা তা'লা কুরআন শরীফে যেসব দোয়ার উল্লেখ করেছেন তা করার উদ্দেশ্য হলো মানুষ যদি বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়াগুলো করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সেইসব দোয়া গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। এরপর রসূলে করীম (সা.)-এরও দোয়া রয়েছে। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরও বিভিন্ন দোয়া রয়েছে। এক দোয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার প্রতি ইলক্বা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই দোয়া শিখিয়েছেন। আর সেই দোয়া হলো, **'রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী'।**

তিনি বলেন, আমার হৃদয়ে এই প্রেরণা সঞ্চার করা হয়েছে যে, এটি ইসমে আযম, এগুলো সেই শব্দ, যে ব্যক্তি এগুলো পড়বে সে সকল বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

আল্লাহ্ তা'লা সমষ্টিগতভাবে বা সামগ্রিকভাবে জামাতের সদস্যদেরকে মোটের ওপর সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন, বিরোধিদের অনিষ্ট এবং দুষ্কৃতি তাদের মুখেই ছুড়ে মারুন, মুসলমানদেরও আল্লাহ্ তা'লা বিবেক বুদ্ধি দিন, তারা যেন খোদার প্রেরীত ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে পারে আর ঐক্যবদ্ধ উম্মত হিসেবে ইসলামের শান্তিপূর্ণ এবং সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচার করতে পারে।

নামাযের পর আমি তিনটি জানাযা পড়াব। একটি হলো জনাব ইয়োন ওয়ারনান সাহেবের জানাযা যিনি বেলীযের অধিবাসী। সম্প্রতি ৪৯ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়েছে। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি বেলীয জামাতের প্রাথমিক আহমদীদের একজন। ইন্তেকালের পূর্বে সেক্রেটারী তবলীগ হিসেবে কাজ করছিলেন। ২০১৪ সালে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেন। খুবই নিবেদিত প্রাণ আহমদী ছিলেন। আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ আহমদী ছিলেন। যদিও তিনি মাত্র স্বল্পকাল

পূর্বেই বয়আত করেছেন কিন্তু জামাতের সাথে তার এমন আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল যা হয়তো অনেক পুরনো আহমদীর মাঝেও পাওয়া যাবে না। খোদা তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর এমন নিবেদিত প্রাণ আহমদী আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আরো দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা সৈয়দ নাদের সৈয়দাঈন সাহেবের যিনি রাবওয়ার নাসের ফায়ার রেসকিউ সার্ভিসের ইনচার্জ ছিলেন। তিনি গোলাম সৈয়দাঈন সাহেবের পুত্র। ২০১৬ সনের ২৩শে জুলাই তারিখে ইসলামাবাদে ৫৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। হৃৎপিন্ডের রক্তনালীতে রক্ত জমে যাওয়ার কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার দাদী ১৯০৫ সনে কুহাট থেকে পত্র লিখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.-এর কাছে বয়আত করেছিলেন। কিন্তু ঘরের অন্যান্যরা তখন আহমদী হয়নি। সৈয়দ নাদের সৈয়দাঈন সাহেব ১৯৮২ সনে নিজেই গবেষণা করে বয়আত করেন। তিনি করাচীতে বিএসসি করেন, এরপর সেখানেই অর্থাৎ করাচীতেই বসতি স্থাপন করেন। ১৯৭৯ সালে করাচী থেকে ইসলামাবাদ স্থানান্তরীত হন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার জেলা পর্যায়ে বেশ কিছু বিভাগে খিদমত করার সুযোগ হয়েছে তার। জেলার মোহতামিম ছিলেন। খিদমতে খালকের কাজ করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় মেডিক্যাল ক্যাম্প লাগানোর সৌভাগ্য হয়েছে তার। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ইসলামাবাদ জেলার রাইটার ফোরামের ইনচার্জের দায়িত্ব পালনেরও সৌভাগ্য হয়েছে তার। এরপর তিনি ইসলামাবাদ থেকে রাবওয়া স্থানান্তরীত হন। ২০০০ সনে জীবন উৎসর্গ করেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার অধীনস্ত দমকল বাহিনী নাসের ফায়ার এন্ড রেসকিউ সার্ভিস বিভাগের তিনি ইনচার্জ ছিলেন। স্পোর্টস কম্প্লেক্স-এরও তিনি ইনচার্জ ছিলেন। জুডো, ক্যারাটে ও মার্শাল আর্টের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি, এতে খুবই দক্ষ ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রসিদ্ধ মার্শাল আর্ট এক্সপার্ট ছিলেন। তিনি অন্যান্য দেশেও এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রাবওয়াতেও তিনি খোদ্দামদের বা অল্প বয়স্ক ছেলেদের মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে খিদমত করতেন। খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার মাঝে সব সময় হাসী মুখে থাকার এক বৈশিষ্ট্য ছিল, স্বাস্থ্য যতই খারাপ হোক আর সমস্যা যতই ভয়াবহ হোক না কেন সব সময় হাসি-খুশি থাকতেন। খোদা তা'লা পরকালেও তার সাথে এমনই ব্যবহার করুন যা তার জন্য এবং তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও আনন্দের কারণ হবে। আল্লাহ্‌র ফযলে তিনি মূসী ছিলেন। রাবওয়াতেই কবরস্থ হয়েছেন। স্ত্রী ছাড়া তার পিতা-মাতাও জীবিত আছেন। তিনি তিন কন্যা এবং তিন পুত্র রেখে গেছেন। তার এক ছেলে মাদ্রাসাতুল হিফযে কুরআন হিফয করছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় জানাযা জনাব নযীর আহমদ আইয়ায সাহেবের যিনি আমেরিকার নিউইয়র্ক জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। গত ২৩ জুলাই ২০১৬ সনে ৬৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ১৯৪৭ সনের ২৩ মে তানজানিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সনে নিউইয়র্ক স্থানান্তরীত হন আর জামাতী কাজে অংশগ্রহণ আরম্ভ করেন।প্রথমে সেক্রেটারী মাল, এরপর ৩৫ বছর পর্যন্ত নিউইয়র্ক জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। প্রত্যেক মাসে একবার জামাতের মুবাল্লিগের সাথে নিউইয়র্কের বিভিন্ন নামাজের কেন্দ্রে যেতেন। আর্থিক কুরবানী এবং সকল আর্থিক তাহরীকে অংশ নেয়ার চেষ্টা করতেন। রীতিমত ই-মেইল ও চিঠি-পত্রের মাধ্যমে কুরবানীর প্রতি জামাতের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। সানন্দে এবং দায়িত্ববোধের চেতনা

নিয়ে জামাতের কাজ করতেন। সচরাচর যুবকদের প্রশিক্ষণও দিতেন। অনেক সময় কর্মকর্তারা কর্মীদের দ্বিতীয় লাইন প্রস্তুত করে না কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য হলো যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করতেন, যেন তারা জামাতের খিদমতে অগ্রগামী থাকে এবং এগিয়ে আসে। মসজিদে বা কেন্দ্রে যুবক যুবতীদের আনার ব্যবস্থা করে রেখেছেন, খেলাধুলা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন যেন আজকালকার যুবকদের মনোযোগ আকৃষ্ট থাকে এবং তারা পথ হারিয়ে না বসে। রীতিমত প্রত্যেক রোববার পুরুষ ও মহিলাদের তালিমী ক্লাসের ব্যবস্থা করতেন। তাহের একাডেমী নামে সেখানে এটি জারী রয়েছে। হিউম্যানিটি ফার্ষ্ট নিউইয়র্কের তিনি ডাইরেক্টর ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। প্রেসিডেন্ট হয়েও তিনি সকল প্রকার কাজ করতেন, প্রয়োজনে কেন্দ্রে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজও তিনি নিজে করতেন আর ময়লা-আবর্জনা উঠিয়ে বাহিরে ফেলে আসতেন। নামাযের প্রতি গভীর একাগ্রতা ছিল, মাকবেরা মুসীয়ান নিউইয়র্কে তিনি কবরস্থ হয়েছেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে তিনি তার স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যা আসমা আইয়ায সাহেবাকে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, মাগফিরাত করুন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) একবার তাকে বলেছিলেন যে, আপনি আমেরিকার জামাতগুলোর জন্য এক আদর্শ প্রেসিডেন্ট, আমার দোয়া থাকবে যে, সব সময় যেন আপনি এমনই থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন, এমন প্রেসিডেন্ট যেন আমাদের সামনে আরো আসে। তিনি ৩৫ বছর পর্যন্ত জামাতের নিষ্ঠাবান প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন।

আমেরিকার আমীর সাহেব এবং নায়েব আমীর সাহেবও লিখেছেন যে, পরম বিনয়ের সাথে তিনি জামাতের কাজ করতেন। প্রশাসনিক কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশ নিতেন আর জামাতের সদস্যদের সাথে মিলে সাধারণ কর্মীর ন্যায় কাজ করতেন, শুধু কর্মকর্তা সেজে বসে থাকেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। নামাযের পর যেভাবে বলেছি আমি তাদের সকলের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।